সংবাদ

তারিখ 20 [illegible] 2009
পৃষ্ঠা কলাম

সংসদে প্রশ্নোত্তরে শিক্ষামন্ত্রী

৮ হাজার কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে আলাদা সংস্থা হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বর্তমানে দেশে ৮ হাজার কওমি মাদ্রাসা আছে। এ সব মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা একটি সংস্থা গঠন করা হবে। বর্তমানে কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোন সংস্থা নেই। গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একথা জানান।

প্রশ্নোত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার সারাদেশে ৩ শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এ কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। জাতীয় পার্টির হাফিজ উদ্দিন আহমেদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ২০১০ শিক্ষা বছর থেকে মাধ্যমিক

মাদ্রাসা : পৃ: ২ ক: ৪

মাদ্রাসা : নিয়ন্ত্রণে

স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেয়া হবে। রাশেদ খান মেননের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মোট ২৩টি প্রোগ্রামে পাঠদান করে থাকে। এর মধ্যে ৪টি মাস্টার্স, ৮টি ব্যাচেলর, ২টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, একটি ডিপ্লোমা কোর্স, ৬টি সার্টিফিকেট কোর্স এবং এসএসসি ও এইচএসটি প্রোগ্রামে পাঠদান করে থাকে। এসব প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ২৯ হাজার ৫১১ জন।

কামাল আহমেদ মজুমদারের প্রশ্নে শিক্ষামন্ত্রী সংসদকে জানান, বর্তমানে দেশে ১ হাজার ৪৫৭টি ডিগ্রি কলেজ ও প্রায় ৪ হাজার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার আবেদন জমা পড়ছে। যেসব প্রতিষ্ঠানকে এখনও এমপিওভুক্ত করা হয়নি, সেগুলো এমপিওভুক্ত করার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এমপিও ভুক্তির প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এমপিওভুক্ত খাতে ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে এমপিওভুক্ত করার একটি নীতিমালার খসড়া প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর অনুমোদিত বাজেটের সংস্থান অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। ইতোমধ্যে যে পরিমাণ আবেদন জমা পড়েছে, আর্থিক বিবেচনায় এ বছর তার একটি অংশ মাত্র এমপিওভুক্ত করা সম্ভব হবে।